চুয়াডাঙ্গার নেহালপুরে টিসিবি’র পণ্য বিতরণে অনিয়মের অভিযোগ

চুয়াডাঙ্গার নেহালপুর ইউনিয়ন পরিষদে টিসিবি’র পণ্য বিতরণে ব্যাবক অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। কার্ড থাকা সত্বেও অনেক কার্ডধারীকে দেয়া হয়নি মালামাল। সকাল থেকে দিনমুজুর কামাই করে সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরেছে খালি হাতে। মালামাল না পেয়ে নিজের কার্ড ফেরত চাইলেও তা দেয়নি কর্তপক্ষ। বিষয়টি নিয়ে ভুক্তোভোগি মহলে চরম ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার নবগঠিত নেহালপুর ইউনিয়নে গত পরশু বৃহস্পতিবার টিসিবি’র পন্য বিক্রির নির্ধারিত দিন ধার্য ছিলো। কার্ডপ্রতি ৪৭০ টাকায় ৫ কেজি চাল, ২ কেজি মসুরির ডাল এবং ২ লিটার তেল বরাদ্ধ ছিলো। ইউনিয়নের কোটালী গ্রামের কলম আলী, ইনতাজ, মমিন, রাজ্জাক, আছিয়া, জবেদা, আ.রহমান, মনভাজ, কহিনুর, আনেছা, শুকুর আলী, শামীম, আমিরুল, নেকবার, আনারুল, বিল্লাল, জরি আলী, বকুল, জাহাঙ্গীর, সাদিকুল, নাজমা, রহিমা, খাইরুল, কাবিল, শহিদুল, জামাল হোসেন অভিযোগ করে বলেন, শুরু থেকে আমরা টিসিবি’র মালামাল পেয়ে আসছি। সে মোতাবেক জন কামাই করে সকাল টিসিবি’র মালামাল কেনার জন্য পরিষদে যায়। পরিষদের পক্ষ থেকে আমাদেরকে জানানো হয় তালিকায় তোমাদের নাম নেই। তখন আমরা আমাদের কার্ডটি ফেরত চাই। কার্ড ফেরত দিতে নানা টালবাহানা শুরু করে দেয় দায়িত্বরতরা। এক এক সময় একএক ধরনের তথ্য দেয়া হয় আমাদের। এনিয়ে উত্তেজনা দেখা দেয় এবং হট্রগোল ও চরম বিশৃংখলা দেখা দেয়। চৌকিদার মিজানুর, আজিজুল ও আমিরুল আমাদের সাথে খারাপ ব্যবহার ও মারমুখি আচরণ করে। আমরা কেন টিসিবি’র পণ্য পাবনা তার যৌক্তিক কারণ জানতে চাই। অধিকার চাইতে গেলে দায়িত্বরতা পুলিশ দিয়ে ধরিয়ে দেবারও ভয় দেখায়। একপর্যায় আমাদের মালামাল লাগবে না, আমাদের কার্ডটি অন্ত:ত্ব ফেরত দেন। কার্ডটি ফেরত দিতেও ব্যার্থ হয় কর্তৃৃপক্ষ।

এদিকে একটি সূত্র জানায়, সাবেক বেগমপুর ইউনিয়নে ২ হাজার ৫৬টি টিসিবি’র কার্ডধারী সদস্য আছে। যার মধ্যে নবগঠিত নেহালপুর ইউনিয়নে প্রায় ১ হাজার ১৫৬টি বরাদ্ধ রয়েছে। পরে অবশ্য ২ হাজার কার্ড দু’টি ইউনিয়নে সমান ভাগে ভাগ হয়েছে বলে জানাগেছে।

কার্ডধারীরা অভিযোগ করে আরও বলেন, কার্ডধারী দরিদ্র মুনুষগুলো একটু স্বাশ্রয়ে পণ্য কেনার আশায় দিন কামাই করে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত খেয়ে না খেয়ে মালামাল না পেয়ে খালি হাতে বাড়ি ফিরতে হয়েছে। আর চৌকিদার দফাদারা যে আচরন করে খে সেটা ভাষায় বর্ণনা করা যাবে না। চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের নিকট বিষয়টি সুষ্ঠ তদন্তের দাবি জানিয়েছে ভুক্তোভোগি মহল।

ঝিনাইদহে টিসিবির পণ্য বিক্রয়ের শুভ উদ্বোধন

ঝিনাইদহে মে মাসের ভর্তুকি মূল্যে খাদ্যপণ্য বিক্রয় শুরু করেছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন ট্রেডিং করপোরেশন অব-বাংলাদেশ (টিসিবি)।

আজ মঙ্গলবার (১৪ মে) সকালে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সামনে এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক এস এম রফিকুল ইসলাম।

সেসময় সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রাজিয়া আক্তার চৌধুরী, টিসিবি’র সহকারী পরিচালক আতিকুর রহমান, ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ফয়সাল আহমেদ, পৌর কাউন্সিলর আবু বক্করসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

সংশ্লিষ্টরা জানায়, এবারও ঝিনাইদহ জেলার ৬ উপজেলায় ১০১ জন ডিলারের মাধ্যমে ১ লাখ ২০ হাজার ১’শ ৩৩ জন ফ্যামিলি কার্ডধারী নিম্ন আয়ের পরিবারের মাঝে এসব পণ্য বিক্রি করা হবে। প্রতিটি ফ্যামিলি কার্ডে ৪’শ ৭০ টাকায় ২ কেজি মসুরের ডাল, ২ লিটার সয়াবিন তেল ও ৫ কেজি চাউল মিলবে।

ঝিনাইদহে ভর্তুকি মুল্যে

টিসিবি’র পণ্য বিক্রি শুরু

পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে ঝিনাইদহে মার্চ মাসের ভর্তুকি মূল্যে খাদ্যপণ্য বিক্রি শুরু করেছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন ট্রেডিং করপোরেশন অব-বাংলাদেশ (টিসিবি)।

গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে শহরের শিশু একাডেমিতে এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক রথীন্দ্র নাথ রায়। সেসময় সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রাজিয়া আক্তার চৌধুরী, টিসিবি’র সহকারী পরিচালক আতিকুর রহমান, জেলা শিশু বিষয়ক কমকর্তা আইয়ুব হোসেনসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

সংশ্লিষ্টরা জানায়, এবারও জেলার ৬ উপজেলায় ১০৩ জন ডিলারের মাধ্যমে ১ লাখ ২০ হাজার ১’শ ৩৩ জন ফ্যামিলি কার্ডধারী নিন্ম আয়ের পরিবারের মাঝে এসব পণ্য বিক্রি করা হবে। প্রতিটি ফ্যামিলি কার্ডে ৫’শ ৪০ টাকায় ২ কেজি মসুরের ডাল, ২ লিটার সয়াবিন তেল, ১ কেজি চিনি ও ৫ কেজি চাউল মিলবে। তবে এবার রমজান উপলক্ষে ১ কেজি চিনি অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে।

ঝিনাইদহে ভর্তুকি মুল্যে

টিসিবির পণ্য বিক্রয়ের

উদ্বোধন

ঝিনাইদহে ফেব্রুয়ারি মাসের ভর্তুকি মূল্যে খাদ্যপণ্য বিক্রি শুরু করেছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন ট্রেডিং করপোরেশন অব-বাংলাদেশ (টিসিবি)।

আজ সোমবার (১৯ ফেব্রুয়ারি) সকালে শহরের শিশু একাডেমিতে এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক এস এম রফিকুল ইসলাম।

সেসময় সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রাজিয়া আক্তার চৌধুরী, টিসিবি’র সহকারী পরিচালক আতিকুর রহমান, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক মান্নান আলীসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

সংশ্লিষ্টরা জানায়, এবারও জেলার ৬ উপজেলায় ১০৫ জন ডিলারের মাধ্যমে ১ লাখ ২০ হাজার ১’শ ৩৩ জন ফ্যামিলি কার্ডধারী নিন্ম আয়ের পরিবারের মাঝে এসব পণ্য বিক্রি করা হবে। প্রতিটি ফ্যামিলি কার্ডে ৫’শ ২৫ টাকায় ২ কেজি মসুরের ডাল, ২ লিটার সয়াবিন তেল, ১ কেজি ছোলা ও ৫ কেজি চাউল মিলবে। তবে এবার রমজান উপলক্ষে ১ কেজি ছোলা অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে।

ঝিনাইদহে টিসিবির পণ্য বিক্রি শুরু

ঝিনাইদহে ভর্তুকি মূল্যে খাদ্যপণ্য বিক্রি শুরু করেছে ট্রেডিং করপোরেশন অব-বাংলাদেশ (টিসিবি)। আজ সোমবার (১৬ অক্টোবর) সকালে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সামনে এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক এস.এম রফিকুল ইসলাম।

সেসময় সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সাদিয়া জেরিন, টিসিবি’র সহকারী পরিচালক আতিকুর রহমান, জেলা তথ্য অফিসার আবু বক্কর সিদ্দিক, জেলা (ভারপ্রাপ্ত) খাদ্য কর্মকর্তা তাজউদ্দিন আহমেদসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

সংশ্লিষ্টরা জানায়, এবার জেলার ৬ উপজেলায় ১০৭ জন ডিলারের মাধ্যমে ১ লাখ ২০ হাজার ১’শ ৩৩ জন ফ্যামিলি কার্ডধারী নিম্ন আয়ের পরিবারের মাঝে এসব পণ্য বিক্রি করা হবে। প্রতিটি ফ্যামিলি কার্ডে ৪’শ ৭০ টাকায় ২ কেজি মসুরের ডাল, ২ লিটার সয়াবিন তেল ও ৫ কেজি চাউল মিলবে।

ঝিনাইদহে টিসিবির পণ্য বিক্রি শুরু

ঝিনাইদহে ভর্তুকি মূল্যে খাদ্যপণ্য বিক্রি শুরু করেছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন ট্রেডিং করপোরেশন অব-বাংলাদেশ (টিসিবি)।

আজ বুধবার (১৩ সেপ্টেম্বর) সকালে শহরের শিশু একাডেমিতে এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক এসএম রফিকুল ইসলাম।

এ সময় সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) শারমিন আক্তার সুমি, টিসিবি’র সহকারী পরিচালক আতিকুর রহমান, জেলা তথ্য অফিসার আবু বক্কর সিদ্দিক, জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা আইয়ুব হোসেন, কাউন্সিলর কায়সার আরেফিন, ডিলার মেসার্স আলাউদ্দিন ট্রেডার্স এর স্বত্বাধিকারী সোহান হোসেনসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

সংশ্লিষ্টরা জানায়, এবারও জেলার ৬ উপজেলায় ৪৩ জন ডিলারের মাধ্যমে ১ লাখ ২০ হাজার ১’শ ৩৩ জন ফ্যামিলি কার্ডধারী নিম্ন আয়ের পরিবারের মাঝে এসব পণ্য বিক্রি করা হবে। প্রতিটি ফ্যামিলি কার্ডে ৪’শ ৭০ টাকায় ২ কেজি মসুরের ডাল, ২ লিটার সয়াবিন তেল ও ৫ কেজি চাউল মিলবে।

ঝিনাইদহে ভর্তূকি মূল্যে টিসিবির পণ্য বিক্রি শুরু

ঝিনাইদহে ভর্তুকি মূল্যে খাদ্যপণ্য বিক্রি শুরু করেছে ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি)।

আজ রবিবার সকালে শহরের হামদহ এলাকার পুলিশ লাইন্সের সামনে এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক এসএম রফিকুল ইসলাম।

সে সময় সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সাদিয়া জেরিন, জেলা তথ্য অফিসার আবু বক্কর সিদ্দিক, টিসিবি’র সহকারী পরিচালক আতিকুর

রহমান, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক হাসান মিয়া, পৌরসভার কাউন্সিলর আরেফিন কায়সার, ডিলার মামুন হোসেন সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

সংশ্লিষ্টরা জানায়, এবারও জেলার ৬ উপজেলায় ৪৩ জন ডিলারের মাধ্যমে ১ লাখ ২০ হাজার ১৩৩ জন ফ্যামিলি কার্ডধারী নিম্ন আয়ের পরিবারের মাঝে এসব পণ্য বিক্রি করা হবে। প্রতিটি ফ্যামিলি কার্ডে ৪৭০ টাকায় ২ কেজি মসুরের ডাল ও ২ লিটার সয়াবিন তেল ও ৫ কেজি চাউল মিলবে। এবার পণ্যে চাউল যুক্ত করায় খুশি হতদরিদ্র সুবিধাভোগীরা।